সূরা ১০০ ঃ ‘আদিয়াত, মাক্কী

(আয়াত ১১, রুকু ১)

١٠٠ – سورة العاديات‘ مَكِّيَّةٌ

(اٰيَاتُهَا : ١١‘ رُكُوْعَاتُهَا : ١)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
(১) শপথ উর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান অশ্বরাজীর,	١. وَٱلْعَٰدِيَٰتِ ضَبْحًا
(২) যারা ক্ষুরাঘাতে অগ্নি স্ফুলিংগ বিচ্ছুরিত করে।	٢. فَٱلْمُورِيَٰتِ قَدْحًا
(৩) যারা অভিযান করে প্রভাতকালে,	٣. فَٱلْمُغِيرَٰتِ صُبْحًا
(৪) এবং যারা ঐ সময়ে ধূলি উৎক্ষিপ্ত করে।	٤. فَأَثَرْنَ بِهِۦ نَقْعًا

(৫) অতঃপর শত্রুদলের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে।	٥. فَوَسَطْنَ بِهِۦ جَمْعًا
(৬) মানুষ অবশ্যই তার রবের প্রতি অকৃতজ্ঞ,	٦. إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ لِرَبِّهِۦ لَكَنُودٌ
(৭) এবং নিশ্চয়ই সে নিজেই এ বিষয়ের সাক্ষী।	٧. وَإِنَّهُۥ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ
(৮) এবং অবশ্যই সে ধন সম্পদের আসক্তিতে অত্যন্ত কঠিন।	٨. وَإِنَّهُۥ لِحُبِّ ٱلْخَيْرِ لَشَدِيدٌ
(৯) তাহলে কি সে সেই সম্পর্কে অবহিত নয় যে, কাবরে যা আছে তা কখন উত্থিত হবে?	٩. أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِى ٱلْقُبُورِ
(১০) এবং অন্তরে যা আছে তা প্রকাশ করা হবে?	١٠. وَحُصِّلَ مَا فِى ٱلصُّدُورِ
(১১) সেদিন তাদের কি ঘটবে, তাদের রাব্ব অবশ্যই তা সবিশেষ অবহিত।	١١. إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌۢ

জিহাদের ঘোড়া এবং সম্পদের প্রতি মানুষের আসক্তির বর্ণনা

মুজাহিদের ঘোড়া যখন আল্লাহর পথে জিহাদ করার উদ্দেশে হাঁপাতে হাঁপাতে এবং হ্রেষাধ্বনি দিতে দিতে দৌড়ায়, আল্লাহ তা‘আলা ঐ ঘোড়ার শপথ করছেন। তারপর শপথ করছেন, ঐ ঘোড়াসমূহের যারা পদাঘাতে অগ্নিস্ফূলিঙ্গ নির্গত করতে থাকে। তারপর প্রভাতকালে অভিযান শুরু করে। অনন্তর ধুলি উড়ায়, তারপর শত্রুদলে ঢুকে পড়ে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র অভ্যাস ছিল এই যে, তিনি শত্রু পরিবেষ্টিত কোন জনপদে গমন করলে সেখানে রাতে অবস্থান করে আযানের শব্দ কান লাগিয়ে শোনার চেষ্টা করতেন। আযানের শব্দ কানে এলে তিনি থেমে যেতেন, আর তা কানে না এলে তিনি সঙ্গীয় সৈন্যদেরকে সামনে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দিতেন।

অতঃপর সেই ঘোড়াসমূহের ধুলি উড়ানো এবং শত্রু দলের মধ্যে প্রবেশকরণের শপথ করে, আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা প্রকৃত প্রসঙ্গ তুলে ধরেছেন।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) মুজাহিদ (রহঃ), এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে আল্লাহর উদ্দেশে অশ্ববাহিনী নিয়ে প্রত্যুষে অগ্রাভিযানে বের হওয়া। (তাবারী ২৪/৫৬২) এর পরের আয়াতের অর্থ হচ্ছে অশ্ববাহিনী ক্ষিপ্র গতিতে চলার কারণে ধূলি ধূসরিত হওয়া। এর পরের আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), ‘আতা (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং যাহহাক (রহঃ) হতে আল আউফী (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, তারা যেন যুদ্ধাভিযানে অবিশ্বাসী কাফিরদের মাঝখানে গিয়ে পৌঁছে যায়। (তাবারী ২৪/৫৬৪, ৫৬৫)

এসব শপথের পর এবার যে উদ্দেশে শপথ করা হয়েছে আল্লাহ তা‘আলা সে সব ব্যক্ত করছেন। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ নিশ্চয়ই মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ এবং সে এটা নিজেও জানে। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ), আবূ আল জাওযা (রহঃ), আবুল আলীয়া (রহঃ), আবূ আদদুহা (রহঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাইস (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), রাবী ইব্‌ন আনাস (রহঃ), ইব্‌ন যায়িদ (রহঃ) প্রমুখ বলেন যে, *‘আল কানূদ’* অর্থ হচ্ছে অকৃতজ্ঞ যে কোন দুঃখ কষ্ট ভোগ করলে সে দিব্যি মনে রাখে, কিন্তু আল্লাহ তা‘আলার বেহিসাব নি‘আমাতের কথা সে বেমালুম ভুলে যায়। (তাবারী ২৪/৫৬৬) মুসনাদ ইব্‌ন আবী হাতিমে একটি হাদীস রয়েছে যে, كَنُوْد তাকে বলা হয় যে একাকী খায়, ভৃত্যদেরকে প্রহার করে এবং কারও সাথে ভাল ব্যবহার করেনা। তবে এ হাদীসের সনদ উসূলে হাদীসের পরিভাষায় দুর্বল।

এরপর আল্লাহ তাআ’লা বলেন ঃ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ আল্লাহ অবশ্যই সেটা অবহিত আছেন। কাতাদাহ (রহঃ) ও সুফিয়ান শাওরী (রহঃ) বলেছেন যে, অবশ্যই আল্লাহ সকল বিষয়ে সাক্ষী। (তাবারী ২৪/৫৭৬) মুহাম্মাদ ইব্‌ন কা‘ব আল কারাযী (রহঃ) বলেন যে, এ অর্থও হতে পারে যে, এটা সে (মানুষ) নিজেও অবহিত আছে। তার অকৃতজ্ঞতা কথা ও কাজে প্রকাশ পায়। যেমন অন্যত্র রয়েছে ঃ

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا۟ مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ شَٰهِدِينَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِم بِٱلْكُفْرِ

মুশরিকরা যখন নিজেরাই নিজেদের কুফরী স্বীকার করে তখন তারা আল্লাহর মাসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ করবে এমন তো হতে পারেনা। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ১৭)

অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ অবশ্যই সে ধন সম্পদের আসক্তিতে প্রবল। তার কি ঐ সময়টির কথা জানা নেই যখন কাবরে যা আছে তা উত্থিত হবে? তার ধন সম্পদের মোহ খুব বেশী! সেই মোহে পড়ে সে আমার পথে আসতে অনীহা প্রকাশ করে।

পরকালের ব্যাপারে হুশিয়ারী

পরকালের প্রতি আগ্রহী করার উদ্দেশে এবং ইহকালের মোহ ত্যাগ করার জন্য আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন ঃ সমাধিস্থ মৃতদেরকে যখন জীবিত করা হবে তখনকার কথা কি তার জানা নেই? ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এবং অন্যান্যরা বলেন وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ এর অর্থ হচ্ছে, যা অন্ত রসমূহে আছে তা প্রকাশিত হয়ে পড়বে। (তাবারী ২৪/৫৬৯) নিঃসন্দেহে তাদের রাব্ব তাদের অবস্থা সম্বন্ধে পূর্ণ ওয়াকিফহাল। সমস্ত আমলের পূর্ণ প্রতিদান তাদের রাব্ব তাদেরকে প্রদান করবেন। এক বিন্দু পরিমাণও যুল্‌ম বা অবিচার করা হবেনা। সকলেরই প্রাপ্যের ব্যাপারে তিনি সুবিচারের পরিচয় দিবেন।

সূরা ‘আদিয়াত এর তাফসীর সমাপ্ত।